ঝিনাইদহে ১৩ ঘন্টা নিখোঁজের পর প্রতিবেশীর ঘরে মিলল সাড়ে তিন বছরের শিশু সাবা’র লাশ

ঝিনাইদহ শহরের পবহাটি গ্রামের সিটির মোড় এলাকা থেকে ১৩ ঘন্টা নিখোঁজের পর প্রতিবেশীর ঘর থেকে শিশুটির বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) রাত ৯টায় সাড়ে তিন বছর বয়সী শিশু সাইমা আক্তার সাবার লাশ উদ্ধার করা হয়। সেকাল ৮টায় বাইরে খেলতে গিয়ে নিখোঁজ হয়। অনেক খোঁজা-খুজি ও মাইকিং করার পরেও বাচ্চাটিকে না পেয়ে তার বাবা ঝিনাইদহ সদর থানায় জিডি করে।

পরে রাত নয় টাই প্রতিবেশী মাসুদের স্ত্রী সান্তনার খাটের নিচ থেকে বস্তাবন্দি সাবার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এই ফুটফুটে শিশুটিকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিক সন্দেহ পুলিশের। শিশু সাবা ওই গ্রামের সাইদুল ইসলামের মেয়ে।

মিশুর স্বজনদের কাছ থেকে জানাযায়, সাবা বুধবার সকাল ৮টার দিকে খেলতে গিয়ে নিখোঁজ হয়, শিশুটির বাবা সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। জিডি এন্ট্রির পর পুলিশ আশপাশের পুকুরসহ বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালালেও সন্ধ্যা পর্যন্ত তার কোনো খোঁজ মেলেনা।

বুধবার সন্ধ্যার পর বস্তা বন্ধী লাশ নিয়ে প্রতিবেশী মাসুদের বউ সান্তনা খাতুন বাড়ীর পাশে একটা পুকুরে ফেলে দিতে গেলে ওই গ্রামের তোতা নামের একজনের সাথে দেখা হয়, এসময় মাসুদের বউ বস্তাটি নিয়ে দ্রুত বাড়ীতে চলে যাই এবং বস্তাবন্ধী সাবার লাশ তার নিজ খাটের নিচেই রেখে দেয়।

এ সময় প্রতিবেশী ও স্থানীয়রা রাত সাড়ে ৮টার দিকে মাসুদের স্ত্রীর সন্দেহ জনক আচরনের কারণে তার ঘরের মধ্যে খুজতে থাকে। এসময় তার খাটের নিচেই বস্তাবন্দি সাবার নিথর দেহ খুঁজে পাওয়া যায়।

ঝিনাইদহ সদর থানার এসআই মনোজ কুমার ঘোষ রাত ১০টার দিকে খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেন। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, সাবাকে

পরিকল্পিতভাবে মাথায় আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে।

এছাড়া সান্তনার বয়ান থেকে জানা যায়, খেলার সময় সমবয়সি তার ছেলে জোবায়ের স্ট্যাম্প দিয়ে সাবার মাথায় আঘাত করলে সাবার মৃত্যু হয়, কিন্তু সে ভয়ে কাউকে না জানিয়ে লাশটি সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করছিল।

এই ঘটনায় প্রথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রতিবেশি মাসুদের স্ত্রী সান্তনা খাতুন (৩০) কে পুলিশ আটক করেছে।

ফুটফুটে কন্যাশিশু সাইমা আক্তার সাবার লাশ উদ্ধারের পর পবহাটি গ্রামজুড়ে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কন্যাশোকে শিশুটির পিতামাতা সম্পূর্ণ হতবিহ্বল। গ্রামের মানুষ এই জঘন্য হত্যাকান্ডের সঠিক তদন্ত সাপেক্ষে প্রকৃত খুনিকে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্মা আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, পুলিশ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে প্রকৃত দোষিকে চিহ্নিত করে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করতে স্বক্ষম হবে। এই হত্যাকান্ডের ঘটনায় জিঞ্জাসাবাদের জন্য প্রতিবেশী মাসুদের স্ত্রী সান্তনা খাতুনকে গতকাল রাতেই আটক করা হয়েছে।

মুজিবনগরে ভৈরব নদের রশিকপুর স্লুইস গেটে গোসল করতে নেমে দুই যুবক নিখোঁজ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভৈরব নদের রশিকপুর সুইসগেটেগোসল করতে নেমে দুই যুবক নিখোঁজ রয়েছে।

তারা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার আমদহ গ্রামের টেংরামারী গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে নিলয় হোসেন ও সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের মহির উদ্দীনের ছেলে কৌশিক। তারা দুজনেই কলেজ ছাত্র ও বন্ধু।

আজ সোমবার বেলা ৩ টার দিকে নিখোঁজ দুজনসহ তাদের অপর ৬ বন্ধু

গোসল করতে নামে। হঠাৎ নিলয় ডুবে যায় এসময় কৌশিক তাকে বাঁচাতে গেলে দুজনেই পানির নিচে তলিয়ে যায়।

পরে খবর পেয়ে মুজিবনগর ফাাঁয়ার সাভির্সের টিম লিডার সেলিম রেজার নেতৃত্বে একটি টিম ঘটনাস্থলে এসে প্রাথমিকভাবে খোঁজখবর শুরু করেছে। তিনি জানান, আমরা এসে রেকি করেছি। এছাড়া খুলনার ডুবরি দলকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধার কাজ শুরু করবে।

স্থানীয়রা জানান, মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর ও রতনপুর গ্রামের সংযোগস্থল এই সুইসগেট। পানির সৌন্দর্য দেখতে এসে বিগত কয়েক বছরে প্রায় ৮ জন মারা গেছে।

স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন প্রতি বছরে এখানে মৃত্যুর ঘটনা ঘটলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্থানটির সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তারা স্থানটিকে সুরক্ষার জন্য আবেদন জানান।

মেহেরপুরে নদীতে গোসলে নেমে নিখোঁজ নবম শ্রেণীর ছাত্র

মেহেরপুরে ভৈরব নদে পড়ে মোহাইমিনুল ইসলাম (ছোট বাবু) নামের এক স্কুল ছাত্র নিখোঁজ রয়েছেন।

নিখোঁজ মোহাইমিনুল ইসলাম সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের শুভরাজপুর গ্রামের শিমুল হোসেনের ছেলে ও স্থানীয় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেনীর শিক্ষার্থী। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

প্রত্যাক্ষদর্শীরা জানায়, নিখোঁজ মোহাইমিনুলের অপর তিন বন্ধু মিলে ভৈরব নদে গোসল করতে নামে। মোহাইমিনুল ইসলাম নদীর কুলে বসে ছিলো। তিন বন্ধু নদীর পানিতে গোসল করছিলো। হঠাৎ মোহাইমিনুল নদীর পানিতে পড়ে যায়। তার বন্ধুরা সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবেশীদের ডেকে আনেন তাকে উদ্ধার করতে। স্থানীয় লোকজন নদের পানিতে সাড়ে ৬ ঘন্টা খুজেও উদ্ধার করতে পারেনি। উদ্ধার অভিযান এই প্রতিবেদন

লেখা পর্যন্ত চলতে দেখা যায়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

কুষ্টিয়ায় নিখোঁজ তিন নারী ও শিশু ঢাকার বাড্ডা থেকে উদ্ধার

কুষ্টিয়ার মিরপুর থেকে তিন নারী ও এক শিশু নিখোঁজের একদিন পর তাদেরকে রাজধানীর বাড্ডা থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার রাজধানীর বাড্ডা এলাকায় একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার তালবাড়িয়া পশ্চিম রানাখড়িয়া এলাকার আবুদর রাজ্জাকের মেয়ে আফরোজা খাতুন (১৬), মো. রানার মেয়ে অথৈই খাতুন (১৭), মো. আরিফুল ইসলামের মেয়ে আনিকা খাতুন
(২১) ও তার নাতি ছেলে মো. আনাছ (১৯ মাস)।

মিরপুর থানা সূত্রে জানা যায়, মিরপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক তদন্ত আব্দুল আজিজ ও এসআই শরিফুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স তথ্য প্রযুক্তি সহায়তায় রাজধানীর বাড্ডা এলাকার একটি বাসা থেকে তাদের উদ্ধার করে। এসময় তাদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তারা পরিবারের অবহেলার স্বীকার এবং নিজেরা আয়-রোজগার করে স্বাবলম্বী হওয়ার আশায় পরিবারের সদস্যদের সেভেন-আপ এর মধ্যে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমিনুল ইসলাম বলেন, সোমবার অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথে আমরা কাজ শুরু করি। অতঃপর মিরপুর থানার চৌকস একটি অভিযানিক দল রাজধানীর মধ্য বাড্ডা থেকে তাদের উদ্ধার করে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাদের পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হবে।

উল্লেখ্য, রবিবার (২০ এপ্রিল) দিবাগত রাতে সেভেন-আপের মধ্যে

চেতনানাশক খাইয়ে একই পরিবারের তিন নারীসহ শিশু নিখোঁজের ঘটনা ঘটেছিল।

কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে নিখোঁজ শিশুর লাশ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে বালুভর্তি বস্তা দিয়ে চাপা দেওয়া অবস্থায় মো. শিহাব (১০) নামে এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

সোমবার সকালে উপজেলার চরসাদিপুর ইউনিয়নের চর ঘোষপুর এলাকা থেকে এ মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত মো. শিহাব ঘোষপুরের রতন শেখের ছেলে। বাবা নিরুদ্দেশ হওয়ার পর সে মা তাসলিমা খাতুনের সঙ্গে সরকারি আবাসন প্রকল্পের গুচ্ছগ্রামে থাকত। সে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হয়।

শিহাবের মা তাসলিমা খাতুন জানান, পাশেই তাঁর বাবার বাড়ি। বেশির ভাগ সময় সেখানেই থাকত শিহাব। সে দিন বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর তাঁরা ভেবেছিলেন ছেলেটি খালা কিংবা ফুপুর বাড়িতে গেছে। কিন্তু একদিন পার হয়ে গেলেও না ফিরলে সব জায়গায় খুঁজেও তাকে পাওয়া যায়নি।

বিলাপ করতে করতে তাসলিমা বলেন, ‘ওর বাপ আমাদের ছেড়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার পর অনেক কষ্টে ছেলেকে নিয়ে গুচ্ছগ্রামে বাস করি। স্থানীয় একটি ইটভাটায় রান্না করে যা পাই তাই দিয়ে কোনোরকম সংসার চলে। এখন আমি কাকে নিয়ে থাকব।’

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোলাইমান শেখ এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, মাঠে স্তূপ করা বালুর বস্তার নিচে চাপা দেওয়া অবস্থায় তার মরদেহ দেখতে পায় স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে খবর পেয়ে পুলিশ তা উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

মেহেরপুরে নিখোঁজের দু’দিন পর মিললো বৃদ্ধ’র মরদেহ

দু’দিন নিখোঁজের পর স্থানীয় মাঠ থেকে জবেদ আলী (৭০) নামের এক বৃদ্ধ’র মরদেহ উদ্ধার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

রবিবার (১২ জানুয়ারি) বিকেলের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার নিশ্চিন্তপুর গ্রামের একটি মাঠ থেকে জবেদ আলীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

জবেদ আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার নিশ্চিন্তপুর গ্রামের বাদল শেখের ছেলে। সে পেশায় একজন কৃষক। তার দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছে । মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ মেসবাহ উদ্দীন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি শেখ মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ জানান, নিশ্চিন্তপুর মাঠে ওই কৃষকের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে মরদেহ উদ্ধার করে সুরোতহাল শেষে মেহেরপুর ২৫০ শয্য বিশিষ্ট মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নেওয়া হয়েছে। তবে তার মৃত্যুর কারণ এখন পর্যন্ত জানা যায়নি।

তবে, নিহতের বড় ছেলে আসাদুল ইসলাম জানান, গত দু’দিন ধরে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করে তাকে পাওয়া যায়নি। পরিবারের আশংকা তাকে কেউ হত্যা করে তাকে মাঠে ফেলে রাখতে পারে।

শৈলকুপায় নিখোজের ৩ দিন পর

মাদরাসা ছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের শৈলকুপার দুধসর গ্রামে নিখোঁজের ৩ দিন পর আইরিন আক্তার তিথি (১৭) নামের এক মাদরাসা ছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। সে ওই গ্রামের আশরাফ হোসেন এর মেয়ে এবং রাবেয়া খাতুন মডেল মাদ্রসার ৯ম শ্রেণীর ছাত্রী ছিলো।

শৈলকুপা থানার ওসি সফিকুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, গত শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে একটি ফোনে কথা বলে ঘর থেকে বের হয় আইরিন আক্তার তিথি। এরপর থেকেই সে নিখোঁজ ছিল। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় বাড়ির পাশের একটি বাগানে তার মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতদেহের গলায় ওড়না পেচানো দেখে মনে হচ্ছে হত্যা করা হয়েছে। মুখ বিকৃত হয়ে গেছে।

নিহতের পিতা আশরাফ হোসেন জানান, আমার মেয়েকে কৌশলে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় নিখোঁজের ৩৬ ঘন্টাপর বৃদ্ধার ভাসমান মরদেহ উদ্ধার

আলমডাঙ্গায় নিখোঁজের ৩৬ ঘন্টাপর ভাসমান অবস্থায় আবুল কালাম (৬৫) নামের এক বৃদ্ধার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৬ টার দিকে উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের সাতকপাট নামক এলাকার জিকে খাল থেকে ভাসমান লাশটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত ওই বৃদ্ধার নাম আবুল কালাম (৬৫)। তিনি পৌর এলাকার কাঁচাবাজার পাড়ার প্রয়াত আব্দুল মজিদের ছেলে।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক নারীকে বাঁচাতে জিকে খালের পানিতে বৃদ্ধা আবুল কালাম ঝাঁপ দেন। তিনি উপস্থিত মানুষের সহযোগীতায় ওই নারীকে উদ্ধার করেন। তবে খালের পানির স্রোতে তিনি ভেসে নিখোঁজ হন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা উদ্ধার অভিযান চালায়। ওই দিন রাতেই খুলনা ফায়ার সার্ভিসের ৬ সদস্য অভিজ্ঞ ডুবুরি দল নিখোঁজ বৃদ্ধাকে উদ্ধারে টানা ২৪ ঘন্টা অভিযান চালায়।

ডাউকি গ্রামের বাসিন্দা হাসেম আলী নামের এক কৃষক জানান, আজ শনিবার সকালে জিকে খালে জাল পাততে আসি। এসময় পানিতে তীব্র দুর্গন্ধ এক ব্যক্তির লাশ ভাসতে দেখে এলাকাবাসী ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা গণত্রাণ কমিটির সদস্য ও ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কর্মীদের সহযোগিতায় খাল থেকে ভাসমান লাশটি উদ্ধার করে। পরে খবর পেয়ে নিহতের স্বজনরা এসে লাশের পরিচয় নিশ্চিত করে।

আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের ষ্টেশন অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, গত বৃহস্পতিবার রাত ১১টা থেকে শুক্রবার রাত ৯ পর্যন্ত মরদেহ উদ্ধার অভিযান চালানো হয়েছে। টানা ১৫ ঘণ্টা পরও নিখোঁজ ব্যক্তির খোঁজ মেলেনি। খালের পানি বেশি থাকা ও পাশে জঙ্গল থাকায় উদ্ধার কাজ কিছুটা ব্যহত হয়েছিল। খালের প্রায় ৩ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, উদ্ধার এলাকা থেকে আরও ১ কিলোমিটার দুর থেকে আজ শনিবার সকালে ওই বৃদ্ধার ভাসমান লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, গত দুদিন নিহত ব্যক্তি খালের পানিতে নিখোঁজ ছিলেন। সকালে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা লাশ উদ্ধার করে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশের সুরতহাল সংগ্রহ করেছে।

তিনি আরও বলেন, সুরতহালের সময় লাশের গায়ে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাইনি। পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ না থাকায় লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় দু’দিনেও খোঁজ মেলেনি নিখোঁজ স্কুলছাত্র লাবিবের

আলমডাঙ্গা উপজেলার জনকল্যাণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণিতে পড়ুয়া ছাত্র আহমেদ আব্দুল্লাহ লাবিব (১৪)। গত রবিবার নিখোঁজের দিন সকালে তার মায়ের নিকট টাকা নিয়ে পারকুলা বাজারে নাস্তা করতে যায়। সে আর ফিরে আসেনি। ইতিমধ্যে সব আত্মীয়- স্বজনের বাড়ি খোঁজ করা শেষ, কিন্তু হদিস মেলেনি লাবিবের। তারা দুই ভায়ের মধ্যে লাবিব ছোট।

গত ২ দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছে সে। ছোট ছেলেকে হারিয়ে পাগল প্রায় মুদি দোকান ব্যবসায়ী বাবা মো: জান্নাত আলী আর গহিণী মা কহিনুর খাতুন। তাঁর ছেলে কি সত্যি নিখোঁজ আছে নাকি কোনো অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এ নিয়ে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন এই দম্পতি।

এ নিয়ে পরের দিন সোমবার লাবিবের বাবা বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করতে গেলে পুলিশ আরেকদিন খোঁজাখুঁজির পর জিডি করার পরামর্শ দেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের পারকুলা গ্রামের মুদি দোকানী জান্নাত আলীর ছোট ছেলে লাবিব। সে স্থানীয় জনকল্যাণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীর ছাত্র। গত রবিবার সকালে প্রাইভেট পড়া নিয়ে তার মায়ের সাথে মনোমালিন্য হয়। পরে বাড়ির পাশে প্রাইভেট শেষে তার মায়ের নিকট থেকে টাকা নিয়ে পারকুলা বাজারে নাস্তা করতে যায়। পরে সে আর বাড়িতে ফিরে আসেনি। পরিবারের সদস্যরা তাকে নিকটতম সকল আত্নীয়-স্বজনের

বাড়িতেও খোঁজাখুঁজি করেছে। লাবিবের উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। গায়ের রঙ শ্যামলা। বাড়ি থেকে যাবার সময় জিন্সের প্যান্ট ও কালো রঙের টি-শার্ট পড়েছিল। এরপর থেকে এ সংবাদ লেখা পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছে শিশুটি। ছেলেটির কোন সংবাদ পেয়ে থাকলে ০১৭৪৬-৯২৬৯৪৫, ০১৭৯৩-৪১৯২৬২ এ নাম্বারে জানানোর অনুরোধ জানিয়েছে।

মুজিবনগরে নিখোঁজের দুই দিন পর যুবক উদ্ধার

মুজিবনগরে নিখোঁজের দুইদিন পর উদ্ধার করা হয়েছে নিখোঁজ হওয়া গৌরিনগর গ্রামের প্রবাসী রফিকুল ইসলামের ছেলে বকুল (২৫)কে।

উপজেলার দারিয়াপুর ইউপি সদস্য আব্দুল হান্নান (গুটলি) সাথে কথা বলে জানা যায়, গত সোমবার গৌরিনগর গ্রামের প্রবাসী রফিকুল ইসলামের ছেলে বকুল (২৫) বড়নাগার চৌলার মাঠে নিজ ধানক্ষেতে সেলোমেশিন দিয়ে সেচ দেওয়ার সময় নিখোঁজ হয়।জমির পাশে পাওয়া যায় তার ব্যবহিত গামছা এবং বাইসাইকেল।বন্ধ পাওয়া যায় তার মোবাইল ফোন সন্ধেয় হয় খারাপ কিছুর। গত সোমবার রাত্রী থেকে খোঁজাখুজি শুরু করে গ্রামবাসি ও আত্মীয় স্বজন সোববার রাত পেরিয়ে মঙ্গলবার সারা দিন চলে খোঁজাখুজি বিকেল মুজিবনগর থানায় নিখোজের জিডি করে বকুলে ছোট ভাই তৎপরতা শুরু করে পুলিশ। পুলিশ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোবাইল ট্রাকিং এর মাধ্যমে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া ইকো পার্কের আবাসিক এলাকায় গৌরিনগর গ্রামের তবারকের ছেলে সাজুর মেয়ের বাড়িতে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় মুজিবনগর থানার ওসি (তদন্ত) আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি টিম তাকে উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্য (ওসি)উজ্বল কুমার দত্ত জানান, গত মঙ্গলবার মুজিবনগর থানায় একটি নিখোঁজের জিডি করা হয়। জিডি পেয়ে পুলিশ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যাবহার করে তাকে উদ্ধার করে।তার স্বীকারক্তি থেকে জানা যায় সে বিভিন্ন জায়গায় থেকে ঋণ নিয়ে শোধ করতে না পারায় তার বন্ধুর আত্মীয়র বাড়িতে আত্মগোপন করেছিল।

মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি টিম তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।